আমাদের সময়

তারিখ 30 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম 2

# আলোর দিশারির আঁধারযাত্রা

সানাউল হক সানী ●

মানুষ গড়ার কারিগরখ্যাত শিক্ষকরাই জড়িয়ে পড়ছেন নানা অপরাধে। যৌন হয়রানি, পরীক্ষার ফল জালিয়াতি, ভুয়া পিএইচডি ডিগ্রি, অর্থ কেলেঙ্কারির মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়েছেন শিক্ষকরা। এসব কাজে জড়িয়ে পড়লেও তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হয় না কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। অকুতুল যদি প্রাচ্যের বাতিঘর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয় তখন উৎকণ্ঠিত সাধারণ শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে দেশের মানুষও।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। অপরাধ করেও রাজনৈতিক প্রভাব এবং স্বজনপ্রীতির কারণে অভিযুক্তরা শাস্তি পাচ্ছেন না। এমনও দেখা গেছে, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পর তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও সেই কমিটির রিপোর্টও আলোর মুখ দেখে না। অপরাধ করে

## ঢাবি শিক্ষকদের অর্থ ও নারী কেলেঙ্কারি

- ৫২ শিক্ষকের কাছে পাওনা ৪ কোটি টাকা
- ২২ শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ
- সনদ ছাড়াই মুক্তিযোদ্ধার সুবিধা
- গবেষণা জালিয়াতি

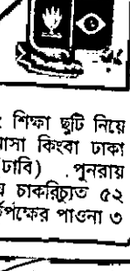

শাস্তি না পাওয়ায় একের পর এক অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

৫২ শিক্ষকের কাছে পাওনা প্রায় চার কোটি টাকা : শিক্ষা ছুটি নিয়ে দেশে ফিরে না আসা কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) পুনরায় যোগদান না করায় চাকরিচ্যুত ৫২ শিক্ষকের কাছে কর্তৃপক্ষের পাওনা ৩ কোটি ৬৭ লাখ ৫৬ হাজার টাকা। শর্ত ভঙ্গ করে ওই শিক্ষকরা এসব টাকা ভোগ করলেও বারবার তাগাদা দেওয়ার পরও ফেরত দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষকভেদে ৩৮ লাখ টাকা থেকে শুরু করে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত পাওনা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মামলা করার হুমকি দিয়ে বেশ কয়েকবার টাকা তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। অন্যদিকে ঢাবির ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) সাবেক পরিচালক অধ্যাপক জিএম চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে ২০ লাখ টাকা অনিয়মের। এর প্রমাণও পেয়েছিল বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তদন্ত কমিটি। নকল গবেষণায় পদোন্নতির হিড়িক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে গবেষণা কাজে চুরির

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

## আলোর দিশারির আঁধারযাত্রা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) অভিযোগ ওঠে সপ্তাহখানেক আগে। এ অভিযোগে ওই তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে সিলেকশন বোর্ড। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করে। ঢাবির সিন্ডিকেট সূত্রে জানা যায়, আরবি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক যুবাইর মো. এহসানুল হক, আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী এবং মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম সম্প্রতি অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য আবেদন করেন। যেখানে একজনের গবেষণা কাজে ১৫০ পৃষ্ঠার মতো অন্যের লেখা চুরির প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের সময়ের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বছর দুয়েক আগে 'নকল থিসিস পেপার' জমা দিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি নেওয়ার অভিযোগ ওঠে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক নুরউদ্দিন আলোর বিরুদ্ধে। ওই বিভাগেরই ৫ পিএইচডিধারী শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে একটি লিখিত অভিযোগপত্র দেন। 'আধুনিক বিশ্বে মার্কসবাদের প্রায়োগিক ধারণা : বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ' শীর্ষক ২০৯ পৃষ্ঠার ওই থিসিস পেপারে ২ বছরেরও কম সময়ে ২৮০টি দেশের ১২ লাখ ৭৫ হাজার ৪৭ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার মতো অলৌকিক তথ্য দেন ওই অভিযুক্ত শিক্ষক। ঘটনাটি প্রকাশের পর তীব্র সমালোচনার ঝড় ওঠে সর্বত্র। গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হওয়ার পরে ওই শিক্ষকের নকল পিএইচডি ডিগ্রি বাতিল করে চাকরিচ্যুত করা হয়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শাহনুর ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার কার্যক্রম তার নিজের নামে প্রকাশ করার। গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক চন্দ্রনাথ পোদ্দারের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ওঠে অনিয়ম করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের। কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষায় দুবার ফেল করেও কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবা থেকে তিনি এ ডিগ্রি পান। এর জেরে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বরখাস্ত এবং একজন পদত্যাগ করেন। ডিগ্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে ওই দেশের আদালতে একটি মামলাও হয়। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের মৃত্যুর পর তারই লেখা বই নিজেদের নামে যৌথভাবে প্রকাশ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম মাহবুবুল হক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা। জানা যায়, ভৌত রসায়ন শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ে 'প্রিন্সিপাল অব ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি' নামের বইটি প্রকাশে এমন জালিয়াতির ঘটনা ঘটলেও নির্বিকার প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষক অধ্যাপক হওয়ার জন্য পাণ্ডেরি প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত মাধ্যমিক শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের গাইডকে প্রকাশনা হিসেবে দেখিয়ে পদোন্নতি নিয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। উর্দু বিভাগের শিক্ষক গোলাম মাওলা তার এমফিলের থিসিসে বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে কপি করেছেন। বিষয়টি প্রকাশ হয়ে গেলে তিনি আবার নতুন করে একটি পেপার জমা দেন। দুইটি পেপারই কর্তৃপক্ষের হাতে এলে সিন্ডিকেট মিটিং থেকে তার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

যৌন হয়রানিরও বিচার নেই : সম্প্রতি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) বিভাগের প্রভাষক আবু নাসের মুহম্মদ সাইফের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ন ও প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন বিভাগের সান্ধ্যকালীন কোর্সের এক ছাত্রী। মাস ছয়েক আগে থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে একই বিভাগের এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়ান অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম। তবে এরপর আর কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তার বিরুদ্ধে। প্রকাশ করা হয়নি কোনো তদন্ত রিপোর্ট। এভাবে গত কয়েক বছরে ঢাবিতে অন্তত ১৯ শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠলেও কারও বিরুদ্ধেই কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবু মুসা আরিফ বিল্লাহের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে প্রকাশ্য যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠলে তাকে দুর্বল বাধ্যতামূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেই পিছু হটে প্রশাসন। বিভাগের এক ছাত্রী বিভাগের শিক্ষক ড. কামালউদ্দিনের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ করে লিখিত আবেদন জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসির কাছে। ২০০৯ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন মোল্লার বিরুদ্ধে এক ছাত্রী যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন। ২০১০ সালে ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আফজাল হোসেনের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করে আন্দোলনে নামেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক সিনিয়র অধ্যাপকের বিরুদ্ধে একই বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড. শওকত আরা তার সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ করেন। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এমরান হোসেনের বিরুদ্ধে এক ছাত্রী যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তোলেন। ২০১১ সালের প্রথম দিকে উর্দু বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. ইস্রাফিলের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করে লিখিত আবেদন করেন বিভাগেরই এক ছাত্রী। তার বিরুদ্ধে একই বিভাগের আরেক ছাত্রীর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। একই বছরে পরিসংখ্যান বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রী লাঞ্ছনার অভিযোগ ওঠে। পরে ছাত্রীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ওই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। ২০১১ সালের শেষের দিকে উর্দু বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. মাহমুদুল হাসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক নুরউদ্দিন আলোর বিরুদ্ধে যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগে মামলা করা হয়। ২০১২ সালে যৌন হয়রানি ও পরীক্ষায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতিসহ নানা অভিযোগ ওঠে মাৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মাহমুদ হাসানের বিরুদ্ধে। বিভাগের ছাত্রী, ব্যাংক কর্মকর্তা ও বাইরের মেয়েদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক, মাসের পর মাস ছাত্রীদের নিয়ে বাসাতে থাকার অভিযোগ উঠেছে পরিসংখ্যান, প্রাণ পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. জাফর আহমেদ খানের বিরুদ্ধে। ২০১০ সালে উর্দু বিভাগের প্রভাষক গোলাম মাওলার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে বিভাগের ছাত্রীদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের।

মুক্তিযোদ্ধা সনদ ছাড়াই সুবিধা ভোগ : ভবিষ্যতে মুক্তিযোদ্ধা সনদ জমা দেবেন এই শর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ অধ্যাপক ও এক কর্মকর্তার চাকরির মেয়াদ দুই বছর বাড়ানো হয়েছে। যদিও নিয়মানুযায়ী, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদ জমা দেওয়ার পর স্বাভাবিক সময় শেষে চাকরির মেয়াদ এক বছর বাড়ানোর কথা। সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষকরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক নাসরিন আহমাদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আজিজুর রহমান, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ইকবাল আহমেদ, নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আহসান আলী। এ ছাড়াও বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের প্রিন্সিপাল আবাসিক শিক্ষক সুলতানা রাজিয়াও এই সুবিধা নিচ্ছেন। এ নিয়ে গতকাল পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আজিজুর রহমানের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বরাবর অভিযোগ দাখিল করেছেন বিভাগেরই পাঁচ শিক্ষক।

শিক্ষকদের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয় জানতে চাইলে শিক্ষাবিদ ও ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে সব কিছুই এখন রাজনীতিকরণ হয়ে গেছে। যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন না অনেক ক্ষেত্রে। ভোট বাড়ানোর জন্য অযোগ্যদের শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, এসব অপরাধ দূর করতে হলে সামাজিক চেতনা বাড়ানোর পাশাপাশি রাজনীতির বাইরে রাখতে হবে শিক্ষকতাকে।

এসব বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক আমাদের সময়কে বলেন, সব অপরাধেরই বিচার হয়। তবে কিছু স্পর্শকাতর বিষয়ের তদন্ত সময়সাপেক্ষ বিধায় বেশি সময় লাগে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু ঘটনায় নেওয়া হয়েছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা । অনেককে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। তিনি আর্থিক কেলেঙ্কারির বিষয়ে বলেন, যেসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।